বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নির্দেশে হল ছেড়েছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (জাবি) ও শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শেকৃবি) শিক্ষার্থী
বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) শিক্ষার্থীরা।

বুধবারও
বিশ্ববিদ্যালয়
ক্যাম্পাসে
মানববন্ধন
করেন তারা। এ
ছাড়া পরীক্ষা
নেওয়ার দাবিতে
মানববন্ধন
করেছেন কুমিল্লা
বিশ্ববিদ্যালয়ের
শিক্ষার্থীরা।
প্রতিনিধিদের
পাঠানো খবর -

ঢাবি : বুধবার বিকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে সাধারণ শিক্ষার্থীদের ব্যানারে মানববন্ধন হয়েছে। এতে

উপস্থিত ছিলেন ছাত্রফ্রন্টের সভাপতি সালমান সিদ্দিকী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক প্রগতি বর্মণ তমা, ছাত্র ইউনিয়ন ঢাকা বিশ্ববি
ফাহাদ প্রমুখ। তারা অতিদ্রুত হল খুলে দেওয়ার দাবি জানান।

এদিকে আজ বিকাল ৪টায় শেষ হচ্ছে হল খুলে দেওয়ার দাবিতে সাধারণ শিক্ষার্থীদের দেওয়া ৭২ ঘণ্টার আলটিমেটাম। আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদে
বলেন, আমরা শেষ সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করব, এর মধ্যে যদি আমাদের দাবি মেনে নেওয়া না হয় তাহলে আমরা নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করব।

জাবি : বিশ্ববিদ্যালয়ের সব হল থেকে শিক্ষার্থীরা বের হয়ে গেছেন। তালা ভেঙে তারা যে নয়টি হলে অবস্থান শুরু করেছিলেন সেসব হলে এখন
বুধবার সকাল পর্যন্ত এসব হল থেকে শিক্ষার্থীরা বের হয়েছের বলে নিশ্চিত করেছে কর্তৃপক্ষ। অন্য দিকে হল খোলার দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষ
সাড়ে দেননি সাধারণ শিক্ষার্থীরা। আবার আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা দুটি ভাগে বিভক্ত হয়েছে বলেও গুঞ্জন চলছে। প্রভোস্ট কমিটির সভাপতি অধ্যাপক
থেকে শিক্ষার্থীরা বের হয়েছে। কোথাও কোনো অসুবিধা হয়নি।

শেকৃবি : শেকৃবি প্রশাসনের ২৪ ঘণ্টার আলটিমেটামে হল ত্যাগ করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। পরীক্ষা ও গবেষণার কাজে বিশ্ববিদ্যালয়ের
অবস্থান করছিল। শিক্ষামন্ত্রীর ঘোষণার পর প্রশাসন তাদের হল ছাড়ার নির্দেশ দেয়। কয়েকজন শিক্ষার্থী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় দীর্ঘদিন বন্ধ থাক
ফাইনাল পরীক্ষা যেহেতু হচ্ছে না তাই হলে এসে চাকরির পড়ার পাশাপাশি টিউশনি করে অসচ্ছল পরিবারে কিছুটা সাপোর্ট দিতে পারছিলাম। হঠ
হয়ে গেল।

কুবি : পরীক্ষা নেওয়ার দাবিতে মানববন্ধন করেছেন কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। বুধবার দুপুর ১২টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু ভাস্কর্যের সাম
চালু করার দাবি জানান তারা। এ সময় তারা বিভিন্ন প্ল্যাকার্ড নিয়ে পরীক্ষা স্থগিতের প্রতিবাদ জানান।

চট্টগ্রাম : মে মাসে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেওয়ার ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রীর ঘোষণার পর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে করোনার কারণে আটকে যাওয়া বিভিন্ন
যাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন। তবে প্রজ্ঞাপন এখনো হাতে এসে না পৌঁছায় পরীক্ষা নিচ্ছে কর্তৃপক্ষ। প্রজ্ঞাপন এলেই স্থগিত করে দেওয়া হ
শিক্ষার্থীরা। তারা বলছেন, সারা দেশে সব কিছুই স্বাভাবিক, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও খুলে দেওয়া হোক। অন্তত পরীক্ষাগুলো চালু রাখা হোক।